কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ০১

শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে সরকার নির্ধারিত ফির বাইরে যে বাড়তি অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়েছে, তা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ এসেছে উচ্চতর আদালত থেকে। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে এই বাড়তি ফি শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে হবে। আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওই বাড়তি ফি ফেরত না দিলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা পরবর্তী তিন বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গভর্নিং কমিটিতে নির্বাচনের অযোগ্য বলেও বিবেচিত হবেন। আদালতের এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশে শিক্ষা এখন যেন এক বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে যেমন চটকদার নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে, তেমনি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোনো নিয়মের ধার ধারে বলে মনে হয় না। এসব স্কুলের বেতন-ভাতা কোনো নিয়ম মেনে নির্ধারণও করা হয় না। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো তা নির্ধারণ করে। শিক্ষার্থীদের তা মেনে চলতে হয়। ইংরেজি মাধ্যমে পাশাপাশি উচ্চ হারে ফি নেওয়ার প্রবণতা সংক্রমিত হয়েছে বাংলা মাধ্যমের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বিশেষ করে রাজধানীর 'বেশ কিছু' নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাবলিক পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উন্নয়ন ফি ও অগ্রিম বেতনের নামে নির্ধারিত অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি টাকা আদায় করে থাকে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ফি দিতে বাধ্য হন অভিভাবকরা, যা অনৈতিক হিসেবেই বিবেচিত। সচ্ছল অভিভাবকদের পক্ষে যেকোনো অঙ্কের ফি দেওয়া সহজতর হলেও দেশের বেশির ভাগ অভিভাবকের উচ্চ হারের শিক্ষা ফি বহন করা সম্ভব নয়। শিক্ষা মৌলিক অধিকার। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চ হারে ফি নেওয়ার কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। আবার ভর্তি হওয়ার পরও অনেক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে নানা অজুহাতে মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের বিরুদ্ধে রয়েছে এমনই অভিযোগ।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো সবার জন্য সমান হতে পারেনি। টাকার অঙ্কে নির্ধারিত হয় মানসম্মত শিক্ষা। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে অনেকেই এখনো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ভর্তির টাকা জোগাড় করতে দুই শিক্ষার্থীকে ইট ভাঙার কাজ করতে হয়েছে, এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে কালের কণ্ঠে।

আমরা চাই শিক্ষার নামে অনৈতিক বাণিজ্য বন্ধ হোক। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে সমাজের বিত্তবানদের আহ্বান জানাই আমরা। সবার জন্য নিশ্চিত হোক শিক্ষার অধিকার।